খুলাসা খুতবা জুমুআ
১১.০৪.২০১৪

তাশাহুদ, তাউজ ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন,
আজ আমি হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর এমন একটি নিদর্শণের উল্লেখ করবো যা আজকের এই দিনটিতে অর্থাৎ ১১-ই এপ্রিল ১৯০০ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নিদর্শণ হলো তাঁর (আ.) আরবী ভাষায় একটি খুতবা যা ইলাহী সাহায্যে তাঁর (আ.) মুখে জারি হয়েছিল। এটি এমন একটি নিদর্শণ ছিল যা ইলহামী নিদর্শণ তাই এর নাম রাখা হয়েছিল "খুতবায়ে ইলহামিয়া" আর এই ইলহামী অবস্থাকে সে মুহূর্তে প্রায় দুই শত লোক শুনেছে এবং দেখেছে। আমাকে কেউ একজন মনোযোগ আকর্ষণ করলো যে আজকের এই দিন সংশ্লিষ্ট, এক দিকে যেহেতু জুমুআর দিনে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর এই মহান নিদর্শণ যেন বর্ণনা করি কেননা এমন আহমদীরা আছেন যারা সম্ভবত "খুতবায়ে ইলহামিয়ার" নাম তো শুনেছেন যা পুস্তক আকারে প্রকাশিত কিন্তু এর ইতিহাস এবং প্রেক্ষাপট এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানেন না। আর এ বিষয়টি আমাকে আবাক করেছে যখন আমি জানতে পেরেছি যে, অনেকে এমন আছেন যারা জানেন-ই না যে খুতবায়ে ইলহামিয়া কি জিনিস। প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই যে নিদর্শণ যেটি হযরত মসীহে মাওউদ আ. এর স্বপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা প্রদর্শণ করেছেন এটি এমন এক নিদর্শণ যা আমাদের ইমানকে মজবুত করে এবং আহমদী বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে উপকরণ উপলব্ধ করে। তাঁর সত্যতার দলিল আমাদের জন্য আনয়ন করে। আর বিশেষ ভাবে এমন নিদর্শণ যেমন "খুতবায়ে ইলহামিয়া" এটি তো মহান নিদর্শণ সমূহের মাঝে একটি নিদর্শণ। যেটি বড় বড় ওলামাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। মোটকথা আমি যেকথা বলছিলাম, কিছুটা ইতিহাস এবং এর কিছুটা প্রেক্ষাপট আমি বর্ণনা করব এছাড়া তিনি নিজেদের ওপর সে মুহূর্তে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনি কী অবস্থা অতিক্রান্ত করেছেন এবং অন্যরা তাঁর ব্যপারে কী বলে। এভাবে এ খুতবার কয়েকটি অধ্যায় অথবা কতক ছোট অনুচ্ছেদ বর্ণনা করবো।
এই ইলহামী খুতবার বিশেষত্ব এবং মহত্ম্য পাঠ করার মাধ্যমেই অনুধাবন করা সম্ভব কিন্তু এ কয়েকটি কথা যা আমি বর্ণনা করবো যা আমি চয়ন করেছি এর মাঝেও এর মহাত্ম্য এবং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর মর্যাদা এবং মর্তবা সম্বন্ধে অবগত হওয়া সম্ভব। তাজকেরাতে এই খুতবায়ে ইলহামিয়া সম্ভবত: এ কারনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি যে এটি একটি ভিন্ন পুস্তক আকারে ছাপানো হয়েছে কিন্তু এ ব্যপারে আমার কিছুটা বিবেচনা করার আছে তাই পরবর্তীতে যখনই তাজকেরা ছাপানো হবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ ব্যপারে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিবে, যে এডিশন-ই প্রকাশ করা হবে পরবর্তীতে আর তা যেকোন ভাষায়-ই হোক না কেন।
খোতবায়ে এলহামিয়ার প্রেক্ষাপট হলো,
ইয়াওমে আরাফাতের দিন (ঈদুল আযহিয়া) অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের এক দিন পূর্বে খুব সকালে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) একটি পত্রের মাধ্যমে হযরত মাওলানা নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) কে সংবাদ দিলেন "আমি আজকের দিন এবং রাতের একটা অংশ নিজের জন্য এবং নিজ বন্ধুবর্গের জন্য দোয়া করে কাটাতে চাই। তাই সেই সকল বন্ধুরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা নিজেদের নাম স্থায়ী ঠিকানা সহ লিখে আমার কাছে যেন পাঠিয়ে দেয় যেন দোয়া করার সময় আমার স্মরণ থাকে। এর ওপর আমল করত: বন্ধুদের একটি তালিকা হুজুরের খেদমতে পাঠানো হলো। এরপর অন্যান্য বন্ধুরাও বাইরে থেকে আগমন করলো যারা সাক্ষাৎ ও দোয়া লাভের জন্য উদগ্রীব ছিল আর ছোট ছোট চিরকুট পাঠানো শুরু করে দিল। হুজুর (আ.) পুন:রায় খবর পাঠালেন যে, এখন আর কেউ কোন চিরকুট যেন না পাঠায়। এতে খুব সমস্যা হয়। মাগরিব এবং এশার সময় হুজুর আসলেন অর্থাৎ নামায জমা করে পড়া হয়েছিল। এরপর বলেন, আমি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, আজ দিন এবং রাত দোয়া করে কাটাবো যেন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা না হয়। এটি বলে হুজুর চলে গেলেন এবং দোয়ায় রত হলেন। পরবর্তী দিন সকালে ঈদের দিন মৌলভী আব্দুল করিম (রা.) বক্তৃতা করার জন্য হুজুর (আ.) কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। তখন হুজুর (আ.) বললেন, খোদা তা'লাই আদেশ দিয়েছেন এরপর বলেন রাতে এলহাম হয়েছে যে, সভায় কিছু আরবী বাক্য বলো। আমি অন্য কোন সভা মনে করেছিলাম। সম্ভবত এই সভা অর্থাৎ ঈদের সভা।
এছাড়া রিপোর্টে আরো আছে যে, যখন হুজুর আরবী খোতবা পড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব এবং হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেবকে আদেশ দিলেন যে তারা যেন হুজুরের পাশে বসে এবং এই খুতবা লিপিবদ্ধ করে। যখন উভয় মৌলভী সাহেব প্রস্তুত হলেন তখন হুজুর (আ.) ইয়া ইবাদাল্লাহ" শব্দ দ্বারা আরবী খুতবা শুরু করলেন। খুতবার মাঝে হুজুর (আ.) এটিও বললেন, এখনি লিখে নাও পরে মনে থাকবে না" অর্থাৎ সাথে সাথে লিখতে থাকো। যদি কোন শব্দ না বুঝতে পারো তবে এখনি জিজ্ঞেস করে নাও। যখন হুজুর (আ.) খুতবা পড়ে বসে গেলেন তখন অধিকাংশ বন্ধুদের অনুরোধে মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব এর অনুবাদ শুনানোর জন্য দন্ডায়মান হলেন। মাওলানা

সাহেব অনুবাদ শুনানোর পূর্বে হুজুর (আ.) বললেন, এই খুতবা যা গতকাল আরাফাতের দিন এবং ঈদের রাতে আমি দোয়া করেছি এটাতে সেই দোয়ার কবুলিয়্যতের নিদর্শণ রাখা হয়েছে অর্থাৎ আমি যদি খুতবা আরবী ভাষায় তাৎক্ষনিক পড়তে পারি তাহলে ঐ সমস্ত দোয়া কবুল বলে সাব্যস্ত হবে। الحمد لله সকল দোয়া খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গৃহীত হয়েছে। তারঁ (আ.) কথা শেষ হতেই উর্দূতে অনুবাদ পাঠ করা শুরু হলো। মৌলানা আব্দুল করিম সাহেব অনুবাদ শুনাচ্ছিলেন এর মাঝেই হযরত আকদাস (আ.) আবেগবশতঃ সিজদায়ে শুকুরে পড়ে গেলেন। হুজুরের সাথে উপস্থিত সকলে সিজাদায়ে শুকুর আদায় করলেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে হুজুর (আ.) বললেন, এখনি আমি লাল কালিতে লেখা দেখলাম "مبارک"- এটি যেন কবুলিয়্যতের নিদর্শণ।

এই খুৎবার পর আহমদীয়াতের ইতিহাসে আরও কিছু কথা এ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ খুৎবা যেহেতু অসাধারন এক নিদর্শন ছিলো, মোজেযা ছিলো যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)কে প্রদান করেছেন তাই এর বিশেষ গুরুত্বের নিরিখে তিনি খোদ্দামদের মাঝে এটি মুখস্থ করার প্রেরনা সৃষ্টি করেন। তার প্রেরনায় সুফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব, মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব ছাড়াও আরও অনেকে এটি মুখস্থ করে ফেলেন। উক্ত ব্যাক্তিবর্গের মাঝে শেষ দুজন মসজিদ মোবারকের ছাদে মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে মসীহ মাওউদের বৈঠকে তা মুখস্থ শুনিয়েছেন। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব তিনি গভীর সাহিত্যিক সুলভ রুচি রাখতেন। তিনি খোৎবার প্রতি এতটা অনুরক্ত ছিলেন যে প্রায় সময় এটি শুনাতেন আর এর কোন কোন বাক্য শুনে প্রায় সময় অভীভূত হতেন। মৌলভী সাহেবের মত উচ্চ পর্যায়ের আলেম খুৎবা ইলহামিয়ার উৎকর্ষতায় অভিভূত হওয়া এক স্বাভাবিক বিষয় ছিল কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিস্ময়কর বিষয় যা প্রকাশিত হয়েছে তা হলো শ্রোতাদের মধ্য থেকে যারা বালক ছিল তারাও এর আকর্ষন অনুভব না করে পারেনি। খলীফা সানী বলেন যেদিন এ বক্তৃতা করা হয়েছে সেদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই ছোট ছোট বালক যাদের বয়স অনূর্ধ বার ছিল তারা এই খুৎবার বাক্য কাদিয়ানের অলিতে গলিতে বলে বেড়াচ্ছিল যা এক অসাধারন বিষয় ছিল। আর এই খুৎবা ১৯০১ সনের আগষ্টে ছাপা হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যত্নসহকারে এটি লিপিকার দ্বারা লিখিয়েছেন। ফার্সি এবং উর্দূ অনুবাদও তিনি নিজেই করেছেন। আর যের, জবর পেশও তিনি নিজেই লাগিয়েছেন। আসল খুৎবা খুৎবা ইলহামিয়া পুস্তিকার ৩৮তম পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয় যা বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই পুস্তকের পরের অংশ তার সাধারন রচনা যা পরে হুযুর যোগ করেছেন। পুরো বইয়ের নাম রাখা হয়েছে খুৎবা ইলহামিয়া।

প্রথম অংশই শুধু খুৎবা ইলহামীয়া বা ইলহাম ভিত্তিক খুৎবা। এ বই ছাপার পর আরবী ভাষার বড় বড় বিশেষজ্ঞ এর অসাধারন ভাষা এবং অসাধারন তত্ত্ব এবং তথ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যান। সত্য কথা হলো মোহাম্মদী মসীহর এটি সেই জ্ঞানগত নিদর্শন যার কোন দৃষ্টান্ত কুরআনের পর খুঁজে পাওয়া ভার। খুৎবা ইলহামিয়ার সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর পবিত্র কলমে লেখা দুটো স্বপ্ন রয়েছে যা তাযকেরায় লেখা আছে।

১৯ শে এপ্রিল ১৯০০ সনে মিয়া আব্দুল্লাহ সানৌরি সাহেবের স্বপ্ন লেখা হয়েছে। মিয়া আব্দুল্লাহ সানৌরি সাহেব বলেন যে মুন্সি গোলাম কাদের মরহুম সানৌর নিবাসী এখানে আসেন। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন যে এই জলসা সম্পর্কে উর্ধলোকের পরিস্থিতি কি সেই সংবাদ দাও। তিনি বলেন যে উর্ধলোকে বড় আনন্দ উল্লাস চলছে। এই বক্তৃতা সম্পর্কে।

এই স্বপ্ন সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের স্বপ্নের সাথে অবিকল সামঞ্জস্য রাখে। তিনি দেখেছেন যখন ঈদের দিন আরবী খুৎবা প্রদান করা হচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.) আর হযরত খিযির (আ.) জলসায় উপস্থিত রয়েছেন এবং সেই খুৎবা শুনছেন। খুৎবা প্রদানকালে কাশেফে এই দৃশ্য তিনি দেখেন।

কতক সাহাবার অভিমত আপনাদের শুনাচ্ছি।

হযরত হাফেয আব্দুল আলী সাহেব বলেন যে আমি খুৎবা ইলহামীয়া চলাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন হুযুরের আওয়াজ ছিলো সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। শিয়ালকোটের এক সৈয়্যদ সাহেব ইলহাম হত তার প্রতি। তিনি আহমদী ছিলেন। আমার পাশে বসেছিলেন। তিনি বলছিলেন ফেরেশতাও খুৎবা শুনার জন্য উপস্থিত আছে।

হযরত মিয়া আমিরুদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেন যে, হযরত সাহেব যখন খুতবায়ে ইলহামিয়া শুনিয়ে বের হলেন তখন পথিমধ্যে বলেন যে, যখন আমি এক একটি বাক্য পড়ছিলাম তখন আমি এটাও জানতাম না যে এর পরের বাক্যটি কি হবে, আমার সামনে লেখা আসছিল আর আমি পাঠ করছিলাম। হযরত অনেক ধীরে ধীরে এবং নিচু স্বরে পাঠ করছিলেন।

হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব বাটালভী লেখেন যে, সাইয়্যেদ আব্দুল হাই সাহেব আরবী যিনি বহুদিন পূর্বে আরব থেকে কাদিয়ানের এসে গবেষনার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিলেন আর পরবর্তীতে তিনি হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেন। তিনি অধমের সাথে তাঁর বয়াত করার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর বাগ্মিতাপূর্ণ লেখনী পাঠ করে হৃদয় থেকেই এ কথাটি মানতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, ইলাহী সাহায্য ব্যাতিরেকে এমন কালাম লেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমার এটি বিশ্বাস হতো না যে, এ কালাম স্বয়ং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর। যদিও আমার মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব এবং অন্যান্য ওলামা এ বিষয়টি বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করতো এবং সাক্ষ্য দিতো কিন্তু তাদের কথায় আমার সন্দেহ দূর হলো না আর আমি বিভিন্ন ভাবে এ বিষয়ের প্রমান একত্রিত

করতে শুরু করলাম যে, সত্যিই কি এটি হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর কালাম? এবং অন্য কারো সহযোগীতা এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত নেই। তাই আমি আরবী ভাষায় কিছু পত্র লিখে হযরত আকদাসের উদ্দেশ্যে লিখে আরবীতেই এর উত্তর গ্রহন করতাম এবং পরে সেই বাক্য খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তাম আর এর মোকাবেল হুজুরের লেখনীর সাথে করে বুঝতে চেষ্টা করতাম যে, এ দুটি কালাম একি রকম কি না। কিন্তু এর সত্ত্বেও এগুলোর মাঝে আমি কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করতাম যার উত্তরে আমাকে বলা হতো যে, হযরত আকদাসের সাধারন ভাষা যা পত্রাদি এবং অন্যান্য বিষয়ের জবাবে লেখা হয় সেখানে অলৌকিকতা এবং বিশেষ ইলাহী সাহায্য থাকতে পারে না। যেহেতু আরবী লেখনী হযরত সাহেব একক ভাবে খোদা তা'লার অভিপ্রায় এবং আদেশে এবং বিশেষ (ঐশী) সাহায্য লাভ করে লিখেছেন তাই এর ধরণ ভিন্ন হয়ে থাকে এবং ভিন্ন হওয়াও উচিৎ অন্যথায় عام لياقت এবং খোদা তা'লার সাহায্যের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। যাইহোক, আমি কাদিয়ানে এ বিষয়টি গবেষণার উদ্দেশ্যে অবস্থান করি যেন আমিও কোন সময় এ ধরনের ঐশী সাহায্য নিজে চাক্ষুস দর্শন করতে পারি। যাইহোক খুতবায়ে ইলহামিয়া অবতরনের সময় উপস্থিত হল, আর আমি সচক্ষে ঐ ইলহামী এবং অলৌকিক কালামের অবতরন দেখেছি এবং নিজের কানে শুনেছি যে কোন মনুষ্য সাহায্য ছাড়াই কিভাবে সেই ব্যক্তি দিনের আলোয় সকল লোকদের সামনে এবং বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম শুনাচ্ছেন। তাই আমি ঐ খুতবা শোনার পর উন্মুক্ত হৃদয়ে বয়াত করে ফেললাম।

এখন আমি খুতবায়ে ইলহামিয়ার কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি যার দ্বারা যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, এর মহত্ম্য সম্বন্ধে কিছুটা অবগত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণটা পড়লে বুঝতে পারবেন। হযরত মসীহে মাওউদ আ. আরবীতে বলেন,

ايها الناس انى انا المسيح المحددى۔ و انى انا احمد المهدى و ان ربى معى الى يوم لحدى من يوم مهدى۔ و انى اعطيت ضراما اكالا۔ و ما زلالا و انا كوكب يمانى۔ و وابل رحانى ۔ ايذائ سنان مذرب۔ و دعائ دا مجرب۔ ارى قوما جلال۔ و قوما اخرين جمالا۔ وبيدى حربة ابيدها عادات الظلم و الذنوب۔ و فى الاخرى شربة اعيدبها حيات القلوب۔

অর্থাৎ হে লোকসকল! আমি সেই মসীহ যে মাহদী সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত। আর আমি আহমদ মাহদী আর সত্যিকার অর্থে আমার প্রভূ আমার সাথে আছে। আমার শৈশব থেকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত। আর আমি সেই অগ্নি লাভ করেছি যা ধ্বংস করে দেয়। আর সেই পানি (লাভ করেছি) যা সুমিষ্ট। আর আমি ইয়ামেনের তারকা আর আধ্যাত্মিক বৃষ্টি। আমার কষ্ট দেয়া তীক্ষ বল্লমের ন্যয় আর আমার দোয়া অতি মুল্যবান। আমি এক জাতিকে আমার প্রতাপ প্রদর্শন করি আর অন্য জাতিকে আমার বিনম্রতা প্রদর্শন করি। আর আমার হাতে এমন অস্ত্র আছে যা দিয়ে আমি অত্যাচার এবং গুনাহের অভ্যাসকে ধ্বংস করি। আর আমার অন্য হাতে শরবত আছে যার দ্বারা আমি হৃদয়গুলোকে পুনরায় জীবিত করি।

এরপর তিনি বলেন,

ايها الناس قوموا لله زرافات وفرادى فرادى ثم اتقوا الله وفكروا كالذى ما بخل وما عادى اليس هذا الوقت وقت رحم الله على العباد ووقت دفع الشر وتدارك عطش الاكباد۔ اليس سيل الشر قد بلغ انتهاه۔ وذيل الجهل طول ارجاه۔ وفسد الملك كله وشكر ابليس جهلاه۔ فاشكروا الله الذى تذكركم وتذكر دينكم وما اضاعه۔ وعصم حرثكم وزرعكم ولعاعه۔ وانزل المطر واكمل ابضاعه۔ وبعث مسيحه لدفع الضير۔ ومهديه لافاضات الخير۔ وادخلكم فى زمان امامكم بعد زمان الغير۔

অর্থাৎ, হে লোকেরা! খোদার জন্য তোমরা সকলে একা একা খোদাকে ভয় পেয়ে ঐ ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা করো যে না তো কৃপনতা করে আর না শত্রুতা। এটি কি সেই যুগ নয় যখন খোদা তার বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করবে? আর এটি কি সেই যুগ নয় যখন মন্দকে প্রতিহত করা হবে? আর কলিজার পিপাসা বৃষ্টি বর্ষনের মাধ্যমে নিবৃত করা হবে? মন্দের বন্যা তার শেষ সীমায় কি পৌঁছায় নাই? আর অজ্ঞতার বাহু প্রশস্ত করা হয় নি? আর দেশসমূহ কলহ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়নি? আর শয়তান অজ্ঞদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। তাই সেই খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যিনি তোমাকে স্মরণ করেছেন আর তোমার ধর্মকে স্মরণ করেছেন আর বিনষ্ট হওয়া থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন আর তোমার বপনকৃত আর তোমার ক্ষেত সমূহকে দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। আর তার মূলধণকে পূর্ণতা দান করেছেন। আর নিজ মসীহকে অনিষ্ট দূর করার নিমিত্তে আর নিজ মাহদীকে কল্যানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। আর তোমাকে তোমাদের ইমামের যুগে অন্যদের যুগের পর প্রবেশ করিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন,

وانی علی مقام الختم من الولای۔ کما کان سیدی المصطفی علی مقام الختم من النبوۃ۔ وانہ خاتم الانبیا۔ وانا خاتم الاولیا۔ لاولی بعدی۔ الا الذی ھو منی وعلی عھدی ۔ وانی ارسلت من ربی بکل قوۃ وبرکۃ وعزۃ ۔ وان قدمی ھذہ علی منارۃ ختم علیھا کل رفعۃ ۔ فاتقوا اللہ ایھا الفتیان۔ واعرفونی واطیعونی ولا تموتوا بالعصیان۔ وقد قرب الزمان۔ وحان ان تسئل کل نفس وتدان۔

অর্থাৎ আমি ولایت (ওলি) এর সিলসিলার অবসানকারী। যেভাবে আমাদের সাইয়্যেদ আঁ হযরত সা. নবুয়্যতের সিলসিলার অবসানকারী ছিলেন। আর তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন আর আমি খাতামুল আউলিয়া। আমার পর কোন ওলী নেই। কিন্তু সে যে আমার মাঝে অন্তর্ভূক্ত হবে আর আমার দায়িত্বভার নিবে। আর আমি আমার খোদার পক্ষ থেকে সকল প্রকার শক্তি এবং কল্যান এবং সম্মান সহকারে প্রেরিত হয়েছি। আর আমার পদক্ষেপ এমন একটি মিনারার উপর যেখানে সকল উচ্চতা সমাপ্তি পেয়েছে। তাই খোদকে ভয় করো হে যুবকগন। আর আমাকে চেনো। আর অবাধ্যতা কোর না। আর অবাধ্যতায় মৃত্যুবরণ করো না। আর যুগ নিকটবর্তী। আর সময় নিকটবর্তী যে প্রত্যেক প্রান নিজ কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে এবং প্রতিদান পাবে।

তাই এই হল সেই মহান নিদর্শণ, এই মহান শব্দ, এই দাওয়াত যা খোদা তা'লার আদেশে তিনি (আ.) বলেছেন। খোদা তা'লার এলহামে তিনি পৃথিবীবাসীকে দান করেছেন। আর এটি সেই নিদর্শণ যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, ১১ই এপ্রিল ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই নিদর্শণ তার চমক দেখাচ্ছে। আর আজ পর্যন্ত কোন অভিজ্ঞ থেকে বিশেষজ্ঞ ভাষাবিদ, আর বড় বড় আলেম আর সাহিত্যিক এমন কি তারা যদি আরবের অধিবাসীও হয় তবুও তারা এর মোকাবেলা করতে পারবে না। আর কীভাবে এ মোকাবেলা হতে পারে। এটি তো খোদা তা'লার কালাম যা তাঁর (আ.) মুখ থেকে নিস্মৃত: হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়াকে আর বিশেষ ভাবে আরব মুসলমানদেরকে জ্ঞান এবং সাহস দিন যেন তারা খোদা তা'লার প্রেরিতের বাণী কে বুঝতে পারে এবং উম্মতে মুসলেমাকে আজ পুনরায় একজাতিতে রূপান্তরিত করতে আঁ-হযরত (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের সাহায্যকারী হন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকেও নিজ দায়িত্বাবলী নিষ্ঠার সাথে পালন করার তৌফিক দান করুন।